স্বপ্নচারী

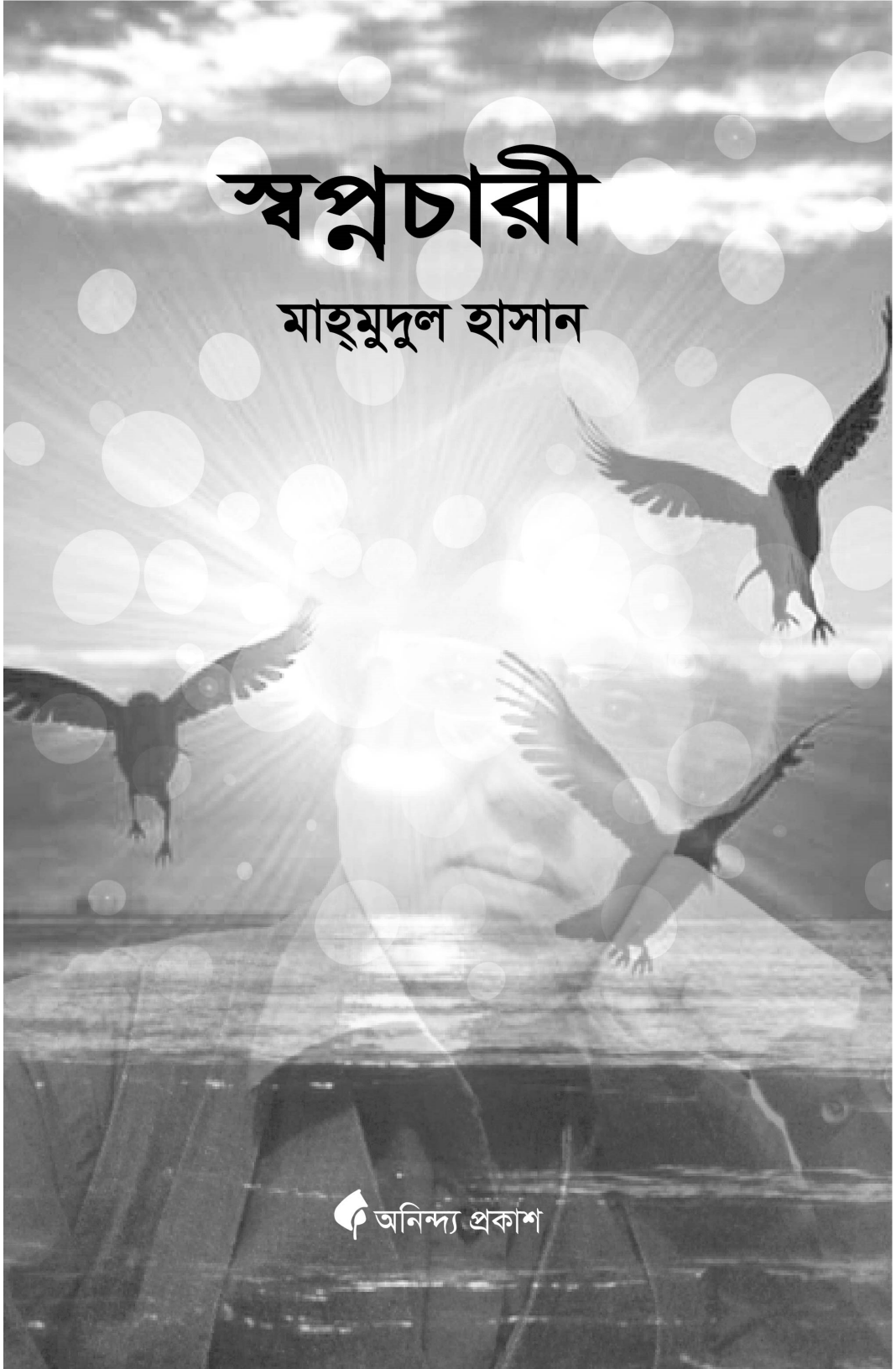

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : এস এম শাহিন

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Shopnochari by **Mahmudul Hasan**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 300.00
US $ 15

ISBN 978 984 95481 1 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

রত্নাকে
যার অনুপ্রেরণায় বইটির সৃষ্টি

সূচিপত্র

শ্রেয়সী তোমার রূপে ৯
দ্বেষদ্রোহী ১০
আঞ্চলিক রিমিক্স ১৩
পলাশির কান্না ১৫
স্বপ্নচারী ২০
তাল সমাচার ২২
হাতেমের বউটা ২৪
আজব নামের জায়গা ২৫
কান নিয়ে ২৭
ক্যা ক্যা ক্যা ক্যা ২৯
উষার পূর্বাভাষ ৩০
রাস্ড়ায় পস্ড়ায় ৩১
দোহাই ছাড়ি দে ৩২
জিতবে কে রে ৩৩
ফুটো বালতি ৩৫
কাজ না যদি থাকে ৩৭
নয় রে মিথ্যে নয় ৩৮
দিবস ৩৯
সুমাইয়া ৪০
আঙুল ঠ্যালা ৪১
গন্ডারেরই চামড়া ৪২
তার হালচাল ৪৩
রতন মাঝি গাছের তলে ৪৪
দাঁড়াও পথিক ৪৬
আজব রজব আলি ৪৭
মুক্তি দাও গো প্রভু ৪৮
করো ‘না’ ৪৯
সমালোচক ৫০
কোন দলে ৫১
ধর্ষণ ধর্ষণ ৫২
উৎসাহীরা ৫৩
একটি নামে ৫৫
বাবা ৫৬
আমাদের রাজধানী ৫৮
স্বকথন ৬০
তারা হবো ৬৪
শীত থাক ৬৫
দোষগ্রাহী ৬৬
ওদের জন্য ৬৭
খেলাঘর ৬৮
শীতঋতু ৬৯
আরজি ৭০
ভালো ও মন্দ ৭১
হও সচেতন ৭২
কার্তিক শর্বরী ৭৩
ডাহুক মেয়ে ৭৫
মৃগাক্ষী ৭৬
জোর ৭৭
গরমকথন ৭৯
শুভংকরের ফাঁকি ৮১
সারোয়ার সাব ৮৩
লুঙ্গিজ্যাম ৮৪
হাত সমাচার ৮৬
মুসলিম জাগো ৮৮
বসন্ড়সুখ তাদের তরে ৯০
কথার জয়ী ৯১
এ হৃদয় রয়ে যাবে ৯২
শীতার্তদের তরে ৯৪
কানা ও কবর ৯৬
বিজয় ৯৭
রাগ ৯৮
গলাবাজি ৯৯
ফোঁস ১০০
ভালো বাসার বিড়ম্বনা ১০২
শরতে ১০৪
আত্মত্যাগ ১০৫
মেঘনা পাড়ের মেয়ে ১০৬
তাকে আজ মনে পড়ে ১০৮

একটি গল্প ৫৯
কেরামত চাচা ১১০
রমজান এলো ১১১
বন্যা ১১২
ভালোবাসো বাংলা ভাষা ১১৩
আজরা বুড়ি ১১৪
উল্লাস উচ্ছ্বাস ১১৫
অভিলাষী ১১৭
রাখালের বাঁশি ১১৮
বিকল ১১৯
বালিকা তোমায় বলি ১২০
শৈশবস্মৃতি ১২১
রোজেনা আমায় খোঁজে না ১২২
আমার বাংলাদেশ ১২৩
ইচ্ছে করে ১২৪
আসবে এমন দিন ১২৬
এলে তাই ১২৭
১০৯ এক
১২৮ ফস করে না
১২৯ আমার দুহিতা লীন
১৩০ রূপসির টানে
১৩১ ঘাসখোর ও ঘুসখোর
১৩২ গন্ডারের ঐ চামড়া
১৩৪ মহাগ্রন্থ
১৩৫ নজর ল
১৩৬ হলদে পাখি
১৩৭ নষ্ট মানবতা
১৩৮ মুক্ত আমি
১৩৯ বৃদ্ধাশ্রম
১৪০ টক-শো টক লাগে
১৪১ আমন্ত্রণ
১৪২ শিশুর কষ্ট
১৪৩ মানচিত্র

শ্রেয়সী তোমার রূপে

শ্রেয়সী তোমার রূপে পাই সুধা শত ব্যথা যাই ভুলে,
রচি আনন্দ, মাতি উল্লাসে, ভাসি আঁখি দুটি খুলে।
অঙ্গে তোমার মনোলোভা সুর, সুখ নেচে করে খেলা
উচ্ছ্বাস ভরা প্রাণলহরিতে শোভা-কান্ড়ির মেলা।
তোমার অঙ্গে পায় উদ্যম মাঠধারে ঐ চাষি,
রোদ-বর্ষাকে মেখে নেয় গায় রচে মমতার হাসি।
শ্রেয়সী তোমার রূপখানি দেখে মাঝি সুর তোলে মুখে,
সুখবসন্ড় খুঁজে পায় সে যে হাসি মাখে সুখে-দুখে।
নিপুণ শিল্পী তাঁতি বোনে তাঁত রূপসি তোমার কোলে,
গড়ন তোমার রাখবার তরে সহস্র ব্যথা ভোলে।
মেঠো পথে ঐ রাখালের সুরে থামে সুস্মিতা নারী,
দিক ভুলে যায় অবলা প্রাণে সে সুখ পায় ফিরে ভারি।
তোমার অঙ্গে দোয়েলের লেজে অপূর্ব নাচ জাগে,
শ্যামা, টিয়েদের কণ্ঠের গানে হৃদে ঢের দোলা লাগে।
শ্রেয়সী তোমার রূপে বাজে সে কী ছয়টি ঋতুর মেলা,
এক এক ঋতুতে নব সুর জাগে, জাগে প্রকৃতির খেলা।
প্রখর রৌদ্রে ফেটে যায় রূপ, উষ্ণতা শুধু ছাড়ো,
কাঁঠাল, আম আর লিচুর সুবাসে পথিক মাতাল করো।
বর্ষায় জাগো নবরূপে তুমি দাও ধুয়ে গ□ানি শত,
বিল, ঝিল, খালে নতুন ছন্দ শিহরন অবিরত।
কাশবন হাসে শরৎ লগনে পুলকিত পরিবেশ,
শেফালির হাসি মন কেড়ে নেয় বিমোহিত করে বেশ!
কার্তিকবেলা নবান্নগানে মন করে ভরপুর
উৎসবে নাচে পল্লিবাসীরা লাগে তা সে কী মধুর!
কুয়াশায় মাখা রূপ করে আনে পৌষ ও মাঘের বেলা,
হিমমাখা রাতে বাউলের গানে মন যে হয় উতলা!
ফাগুনের ডাকে বসন্ড় আসে অশান্ড় মন দোলে
ছোটে বিহঙ্গ জাগে গানে গানে মাতে খুব কলোরোলে।

শ্রেয়সী তোমার রূপের কথন সে কি কভু ভোলা যায়!
তুমি যে স্বদেশ! অপরূপা ভূমি মুগ্ধ করো হৃদয়।

দ্বেষদ্রোহী

আমি দ্বেষদ্রোহী ঘৃণা করি যত
দ্বেষী ও দ্বেষিণী ভবে
যাদের অনীহা সম্প্রীতি, মায়া,
মমতা ও সদ্ভাবে।
দ্বেষ দেশে দেশে বৈরিতা আনে
মানুষ ক্ষিপ্ত করে,
অন্তর্জ্বালা বাড়ায় প্রবল
সহিংসতায় চড়ে।
কাবিল করেছে দ্বেষ শুরু তা যে
আজও আছে মহি 'পরে
মসৃণতাকে নেশে এটা আনে
মরীচিকা অন্তরে।
দ্বেষ দিয়ে পাই অরাজকতাকে
পাই মার কাট রব
পাই যেথা-সেথা নিপীড়িত জন,
পাই পথে কাটা শব।
ন্যায়সংগত কাজ গেছে দূরে
নেই যে সমাজে হিত
মানুষে মানুষে ভালোবাসা যেন
হয়েছে আজ অতীত।
মোড়লেরা করে বিশ্ব শোষণ
শাসনের নামে আজ
মানবাধিকার লঙ্ঘন করে
শাসক রাজাধিরাজ।
ধনীরা অধিক খেয়ে করে পেট
যেন খড়গম্বুজ
ভুখা-নাঙ্গাদের দেখে বাড়ায় না

সহযোগিতার ভুজ।
মহামারি হানে আঘাত এ ভয়ে
ললাটে সবার ভয়
ক্ষুধা নামের সে মহামারি যেন
নয় ভাবার বিষয়।
ক্ষুধা মহামারি নিঃস্বের দেহে
রেখেছে শুধুই হাড়
মহামারি-ভীতু ধনীরা যে তাতে
রয়েছে নির্বিকার।
দেশ ও সমাজ দ্বেষী দ্বেষিণীতে
হয়ে গেছে ভরপুর
মানবতার সে বন্ধন আজ
চলে গেছে বহুদূর।
অভিবাসী বলে যারা করে যায়
অবিরাম বিদ্বেষ
তারা দিকহারা, রচে যায় মিছে
জীবনের উদ্দেশ।
কেন করে যাও দ্বেষ বলো আজ
ধর্ম নামের ঢালে
ধর্মে কি ভাই মানবরক্ত
বদলেছে কোনোকালে?
সব ধর্মের লোকের রক্ত
খুঁজে পাবে তুমি লাল
ধর্মকে নিয়ে দ্বেষ করে তবে
কেন এত জঞ্জাল?
আল্লাহ বলো, ঈশ্বর বলো,
বলো ভগবান যাকে
তিনি একজন, শুধু একজনই
বানালেন যে তোমাকে।

বলে যাই শোনো দ্বেষীরা কখনো
থাকেনি অনশ্বর
প্রবল প্রদাহে নেশেছে তাদের
সত্যের ভাস্কর।
আমি চাই সদা সমতায় থাক
ধরার সকলে মিলে
দ্বেষ না-থাকুক বিন্দুমাত্র
মানুষজাতির দিলে।
বিরাজিত থাক সবে সুখ নিয়ে
না-ছড়াক কেউ ঘৃণা
শ্বেত কী অশ্বেত সবার মাঝেই
বাজুক সুখের বীণা।
আমি দ্বেষদ্রোহী চাই সদা আমি
আমার চেয়েও লোকে
থাক এ ভূলোকে অজস্রগুণ
প্রশান্তি আর সুখে।
অন্যের সুখে সুখ পাওয়ার যে
অতুল তৃপ্তি ভাই
অন্যের মুখে হাসি দেখে আমি
সর্বদা হেসে যাই।
আঁখি মুদে তুমি ভাবো একটুকু—
পৃথিবী তাসের ঘর
দ্বেষ করে তবে খামোখাই কেন
পরকে করছ পর।
আমি চাই যারা ক্ষুধার্ত রয়,
ক্ষুধার জ্বালাতে মরে
অল্পে তুষ্ট থেকে তুলে দেই
অন্ন তাদের তরে।
যারা গেহহীন হোক যে জাতির

পাক থাকবার গেহ
তাদের জন্য প্রশান্ড়ি করে
জুড়াই মন ও দেহ।

আঞ্চলিক রিমিক্স

ক'লাম তাকে মারলি কাকে সে তো একটা পিচ্চি
কয় সে আন্নে কন ক্যা আঁরে ঐ মিয়া আঁই কিচ্চি।
হাচা কই আঁই, ও বড় ভাই আঁই করি নো এই কাজ
আঁই ক্যা মার্ম পিচ্চিটাকে আঁর কি মোটে নেই লাজ?

ক'লাম তাকে পিচ্চিটাকে মারলি কেন দামড়া?
কয় সে— কী ছব কন যে আমগো ক্যান যে মার্ম আমরা।
ছোজা কথা, ছাফ কথা কই এছব আমগো কাজ না
নিজের খায়া মাগার জ্বালার ক্যান্ বাজামু বাজনা।
আবে হুনেন এছব ছবাব নাইক্কা আমগো একদম
ছৎ মানুছে ভরা পাবেন পুরান ঢাকার ব্যাক হোম।

ক'লাম তাকে কী দোষ করল, পিচ্চিটাকে মারলি!
কয় সে আমায়— এই কতাডা ক্যাম্নে কইতে পারলি?
মুই মারিনায় বোজ্জো বাইডি মোরে ক্যা যে দোষ দ্যাও?
মোরা কোলো বালো মানুষ চাইলে তুমি খোঁজ ন্যাও।
হোনো বাইডি কোন ব্যাডারা মারছে দ্যাহো যাইয়া
মোর দিকে ক্যা ওবাইলে বাই আছো খালি চাইয়া?

তারে ক'লাম মারলে কেন পিচ্চি কী দোষ করল?
সে কয় ও ভাই মারছি না তো দোষ আমার ক্যা পড়ল?
জিগান ক্যারে সেদিন আমি ইশকা দিয়া আইতে
অন্ধকারে আস্ড়ু দিয়া ছিলাম গো ভাই যাইতে।
আমার নগে অমন কথা কন ক্যারে ভাই কন না
মারবাম আমি পিচ্চিটারে আমি তো সে জন না।
দোষ যে দিছুইন বুইজ্যা দিছুইন? আছিল্ কুনু পিচ্চি
মারটা কাইল ছ্যারায় এটার দোষ না আমি নিচ্ছি।

ক’লাম তাকে মারলে কেন অবুঝ শিশুর দোষ কী?
বাব্বা রে বা চোখ রাঙিয়ে ছাড়ল মুখে ফোঁস কী!
বলল আমায়— তুই খেগু বে? কিতা খরছ, খাম কী?
মাতিস কিতা আদুমছুদুম ফুয়া রে তোর নাম কী?
না রে বা সে পিচ্চি ফুয়া মারব খেনে খওনা
ইকান থাকি না মাত মাতি যাওনা চলে যাওনা!

তাকে ক’লাম অপরাধটা কী ছিল গো ভাইয়া
দাঁত খিঁচিয়ে আমার পানে বলল সে যে চাইয়া।
কেঙ্কা কথা কন যে হাপনি কুটি ছিলাম কন যে
ছাওয়াল মারার কথা শুনে খারাপ হামার মন যে।
মারল তাকে কোন মদ্দায় কেঙ্কা করে কই যে
ছাওয়াল মারার মানুষ হামি এক্কেবারে নই যে
সান্দামো ভাই ঘরত হামি ঘাঁটা ছাড়ো জলদি
নইলে দ্যাখো এখন হামার বন্দ্যেড়্র ফোন কল দি।

লোকটা যখন উঠল গিয়ে পুকুরধারের গাছটায়
‘পিচ্চিটাকে মারলে ক্যানো’ ক’লাম গিয়ে কাছটায়।
বলল আমায়— নাতি, খাতি বেলা গেল কত্ত
শুতি যাব ক্যাচাল শোনার সময় যে নেই অত্ত।
ছাওয়ালটাকে কিডা মাইল্ল কবানি আজ রাত্রে
কীসের জন্যি কিরাম কইরে পিটাল তার গাত্রে।
আসপানি ভাই আসপানি দ্যাখ কীয়াত্তিছি চক্ষে
ছোয়ালটারে মনে কইল্লে কষ্ট লাগে বক্ষে।

পলাশির কান্না

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজ নবাব হয়ে
ষড়যন্ত্রের মহাগিরি ঘাড়ে যাচ্ছিল যেন বয়ে।
নিজ ঘর আর সারাদেশে যেন শুধু ঘোর কালো নিশা,
ক্ষমতাভিলাষী লোকেদের দ্বারা হারাচ্ছিল সে দিশা।
বিদেশি বেনিয়া ইংরেজ জাতি কত-যে ধুরন্ধর
বিজয়ের ছক আঁকল বাংলা বিহার উড়িষ্যার।
কীসের ব্যাবসা আড়ালে তাদের ছিল ক্ষমতার লোভ!
ধূর্ত এ জাতি জানত কীভাবে মারে ঝোপ বুঝে কোপ।
কতিপয় ইসু জাগল এমন নবাবের সম্মুখে
ক্রুদ্ধ করল তাকে এইগুলো, আঘাত হানল বুকে।
নতুন নবাব সিরাজ যখন এলো রাজক্ষমতায়
ইংরেজ বাদে সব কোম্পানি উপঢৌকন দেয়।
ইচ্ছে করেই দেরি করে তারা উপঢৌকন দিতে
স্বাভাবিকভাবে অবজ্ঞাবোধ করল নবাব এতে।
ষড়যন্ত্রের মহাজাল যেন ছড়ানো চতুর্দিক
তরুণ নবাব কীভাবে যাচাই করবে ঠিক-অঠিক।
ষড়যন্ত্রতে মাতে উমিচাঁদ, ঘসেটি, মিরজাফর
যোগ দেয় তাতে ধনিক জগৎশেঠের বংশধর।
মাহতাব চাঁদ,ইয়ার লতিফ, শওকত জং মিলে
স্বাধীনতা-রবি ডোবাতে তারাও যোগ দেয় এই দলে।
রায়দুর্লভ দুর্লভবোধে সে-ও ষড়যন্ত্রতে
হলো যে শামিল লাথি দিয়ে সেথা দেশের স্বাধীনতাতে।
রাজবল্লভ, নন্দকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র রায়
রানিভবানীও ষড়যন্ত্রতে ছিল যে সহায়তায়।
স্বরূপচাঁদ কি বাদ ছিল এতে, ছিল না বাদ সে চাঁদ।
ষড়যন্ত্রতে তার সহায়তা শোনা যায় যে বিশদ।

দুর্নীতিবাজ রাজবল্লভ ঢাকার দেওয়ান হয়ে
রাজস্ব চুরি করেছিল সে যে নানা মাধ্যম দিয়ে।
নবাব সিরাজ সঠিক হিসাব চাইল রাজস্বের
রাজবল্লভ অমান্য করে নির্দেশ নবাবের।
আপন পুত্র কৃষ্ণদাসকে ধনরত্নের সাথে
রাজস্বচোর রাজবল্লভ পাঠায় কলকাতাতে।
ইংরেজদের নিকট কৃষ্ণ আশ্রয় পায় দেখে
ক্রোধের অনল জ্বলল প্রবল নবাবের দুই চোখে।
নবাব সিরাজ দেখল এখানে ঘোর সংকট আছে
ফেরত চাইল কৃষ্ণদাসকে ইংরেজদের কাছে।
অমান্য করে ইংরেজ জাতি নবাবের নির্দেশ
দেখল নবাব তিমির আঁধারে পড়তে যাচ্ছে দেশ।

দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের হেতু ইংরেজ ফরাসিরা
নিরাপত্তার তাগিদে দুর্গ করা শুর ু করে তারা।
উভয় জাতিকে নবাব সিরাজ নির্দেশ ফরমায়
অবিলম্বেই এই কাজ যেন বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।
মানল ফরাসি বেনিয়ারা তবু মানেনি ইংরেজেরা
অবিরাম তারা গড়ছে দুর্গ থামায় তাদের কারা!
রেগে যায় এতে নবাব সিরাজ, মনে রয় ঘৃণা জমা
ভাবল সে আর কিছুতে এদের যায় না যে করা ক্ষমা।

ইংরেজ জাতি দস্ড়ক লাভে বেপরোয়া হয়ে যায়
রাজস্বে এতে নবাবের খুব লোকসান দেখা দেয়।
দস্ড়ক প্রথা ব্যাবসা ক্ষেত্রে ইংরেজদের তরে
বিনা শুল্কেতে কতক পণ্য বেচায় সুবিধা করে।
দেশের স্বার্থে তর ণ নবাব প্রতিবাদ করে এর
এর মাধ্যমে বিরোধ জন্মে তার ও ব্রিটিশদের।

দুর্গ গঠন, দস্ড়ক প্রথা, কৃষ্ণদাসকে নিয়ে
আলোচনা তরে নবাব জনৈক দূতকে দেয় পাঠিয়ে।
নারায়ণ দাস নামে সেই দূত কলকাতা গেল চলে
ইংরেজদের নিকট সকল ইসুকে তুলবে বলে।
নবাব-দূতের কোনো কথাকেই ইংরেজরা না শোনে